বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্য উন্নয়নের প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/ আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বোর্ড অব গভর্নরস (বিওজি) রয়েছে। ঢাকার আগারগাঁও, আইসিটি টাওয়ারের ১০ম তলায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ২৮টি হাই-টেক পার্ক (এইচটিপি)/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক(এসটিপি)/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩টি পার্কের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলছে। বাকী পার্কগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

রূপকল্প: বাংলাদেশে আইটি/হাই-টেক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশ

অভিলক্ষ্য: তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠমো/স্থাপনা প্রতিষ্ঠা; তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবসায়ের অনুকূল ও টেকসই পরিবেশ এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের ইকোসিস্টেম তৈরি; তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প ও ব্যবসায়ের সকল সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা।

অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্যসমূহ

বর্তমান সরকার আগামী ২০২১ এর মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সনের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের এ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি সেক্টরকে যুগোপযোগী করা, সেবাসমূহকে জনগনের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দেয়া, তরুন জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলি

- বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক নির্মাণে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।
- পার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা
- হাই-টেক পার্কে বিশ্বমানের বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ।
- হাই-টেক পার্ক বাস্তবায়নে বোর্ড অব গভর্নরস এবং নির্বাহী কমিটির নির্দেশনা পালন।
- দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন।

প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল

প্রশাসনিক কাঠামোতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক (২ জন), উপ-পরিচালক (৪ জন) সহ মোট অনুমোদিত জনবল ৭৬ জন। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৭১ জন, যাদের মধ্যে ১-১০ গ্রেডভুক্ত ১৭ জন ও ১১-২০ গ্রেডভুক্ত ৫৪ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ০৫ টি, যার মধ্যে ১-১০ গ্রেডের ০৩ জন ও ১১-২০ গ্রেডের ০২ জন।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইনসমূহ নিম্নরূপঃ

ক। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (সংশোধিত -২০১৪)

খ। ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮

গ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫

ঘ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১

ঙ। বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা সম্পর্কিত গাইডলাইন

চ। ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিধিমালা-২০১৯

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইসিটি খাতের উন্নসয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইসিটি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে ‘বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি’, সিলেটে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট এবং এবং রাজশাহীতে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী”এবং দেশের ১২টি জেলায় ১২ আইটি পার্ক স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ৭টি জেলায় ৭টি আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। যশোরে ‘শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ৪৮টি আইটি কোম্পানি, ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ ১২ তলা বিশিষ্ট জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ১৪টি আইটি কোম্পানিসহ নির্বাচিত ১০টি Start-up কোম্পানি ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নাটোর সদরের শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে ৭ টি আইটি কোম্পানী ব্যবসা করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২,৭৯০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে আইটি/আইটিইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

আইটি খাতে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১.২৯ লক্ষ বর্গফুটের ট্রেনিং স্পেস তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫টি বিশেষায়িত ল্যাব (IoT, Robotic, Big Data, AI, AR/VR/MR etc labs.) স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পার্কে ২,৪৪,০০০ বর্গফুট বিজনেস স্পেস সম্পন্ন হয়েছে। আইটি খাতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ-রাশিয়া আইটি সামিটসহ দেশি-বিদেশি/নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন মেলায় (China Int.Import Export-2018; CeBiT Thailand-2018; USA-ICT Fair-2018; Japan IT Week-2019) অংশগ্রহন করা হয়েছে।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে; ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন, সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বাস্তবায়ন,অনলাইন সেব চালু করা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা, শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান করা, জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন করেছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন, অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ, সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য পরিচ্ছন্ন টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) চালুকরণ এবং সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের জন্য অভিযোগ/পরামর্শ বক্স চালু করা হয়েছে। আইটি/আইটিইএস শিল্পের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আইটি মেলায় এবং বাংলাদেশে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল প্রকল্পের অধিকাংশ ক্রয় প্রক্রিয়া ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এর মাধ্যমে নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানসহ বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ইভেন্টের প্রেসবিজ্ঞপ্তি আপলোড করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য পার্কসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
১	**বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর**		
	জমির পরিমানঃ	৩৫৫ একর	
	অবস্থানঃ	কালিয়াকৈর উপজেলা, গাজীপুর	
		ঢাকা থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে	
		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে।	
	ঢাকা থেকে ভ্রমণ সময়ঃ	সড়ক পথে ১.৩০ ঘন্টা; রেলপথে ১ ঘন্টা; হেলিকপ্টার যোগে ১০ মিনিট	
	বিদ্যমান স্থাপনাঃ	ফ্যাক্টরি বিল্ডিং (৫৮,৯৬০ বর্গফুট), ইন্ডাস্ট্রিয়াল (সিঙ্গেচার) বিল্ডিং (১.৬৫ লক্ষ বর্গফুট), ইন্ডাস্ট্রিয়াল (সোলারিজ) বিল্ডিং (২,০০,০০০ বর্গফুট), ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং (২৫,০০০ বর্গফুট), প্রশাসনিক ভবন (৩ তলা), সেবা ভবন (২ তলা), ও ফোর টায়ার ডাটা সেন্টার	
	কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রাঃ	১,০০,০০০ (এক লক্ষ)	
	পার্ক উন্নয়নকারীঃ	ক) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
		খ) সামিট টেকনোপলিশ লি. বিডি (২টি ব্লক পিপিপি মডেলে ডেভেলপ করছে) গ) টেকনোসিটি বিডি (২টি ব্লক পিপিপি মডেলে ডেভেলপ করছে)	
	বর্তমানে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ	২৯ টি	
	ভাড়ার হার	প্রতি বর্গফুট রেডি স্পেস ৩০-৫০ টাকা প্রতি মাস; প্রতি বর্গমিটার ভূমি ২-৬ মার্কিন ডলার প্রতি বছর;	

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
২	**শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক, যশোর**		
	জমির পরিমানঃ	১২.১৩ একর	
	অবস্থানঃ	সদর উপজেলা, যশোর	
		যশোর শহরের কেন্দ্র থেকে ২.৪ কিঃমিঃ পূর্বে	
		যশোর বিমানবন্দর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে।	
	ঢাকা থেকে ভ্রমণ সময়ঃ	সড়ক পথে ৬ ঘন্টা; রেলপথে ৮ ঘন্টা; বিমানপথে ৩০ মিনিট	
	বিদ্যমান স্থাপনা	১৫ তলা মাল্টি ট্যানেন্ট ভবন (২,৩২,০০০ বর্গফুট); ১২ তলা ডরমিটরি ভবন (৯৮,০০০ বর্গফুট); ৩ তলা ক্যান্টিন ও এমফিথিয়েটার ভবন (২১,০০০ বর্গফুট)।	
	কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রাঃ	৫,০০০ (পাঁচ হাজার) বর্তমানে (১০০০)	
	পার্ক উন্নয়নকারীঃ	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
	পার্ক ব্যবস্থাপনাকারী	প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী	
	বর্তমানে বিনিয়োগকারী/উদ্যোক্তার সংখ্যাঃ	৪৮ টি	
	ভাড়ার হার	রেডি স্পেস প্রতি বর্গফুট ১০ টাকা প্রতি মাস; সার্ভিস চার্জ প্রতি বর্গফুট ২ টাকা প্রতি মাস; (২ বছর পর পর ভাড়া বৃদ্ধি পাবে)	

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
৩	**জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক, ঢাকা**		
	অবস্থানঃ	কাওরান বাজার, ঢাকা	
		ঢাকা জিরো পয়েন্ট থেকে ৫.৪ কিঃমিঃ উত্তরে	
		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে।	
	বিদ্যমান স্থাপনা	১২ তলা ভবন (৭২,০০০ বর্গফুট)	
	বর্তমান কর্মসংস্থানঃ	১০৫০ (এক হাজার পঞ্চাশ জন)	
	পার্ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
	বর্তমানে বিনিয়োগকারী/ উদ্যোক্তার সংখ্যাঃ	১৪ টি + ১০ টি স্টার্ট আপ কোম্পানী	
	ভাড়ার হার	রেডি স্পেস প্রতি বর্গফুট ৩০ টাকা প্রতি মাস; সার্ভিস চার্জ প্রতি বর্গফুট ৫ টাকা প্রতি মাস; (৩ বছর পর পর ভাড়া বৃদ্ধি পাবে)	

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
৪	**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী (**নির্মাণাধীন)		
	জমির পরিমানঃ	৩০.৬৭ একর	
	অবস্থানঃ	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকা	
		রাজশাহী শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে ৩ কিঃমিঃ পশ্চিমে	
		হযরত শাহমখদুম বিমানবন্দর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে।	
	ঢাকা থেকে ভ্রমণ সময়ঃ	সড়ক পথে ৬ ঘন্টা; রেলপথে ৬ ঘন্টা; বিমানপথে ৩০ মিনিট	
	স্থাপনা (নির্মাণাধীন):	১০ তলা মাল্টি পারপাস ভবন (২,৭০,০০০ বর্গফুট), ৫ তলা ইনকিউবেটর ভবন (৭২০০০ বর্গফুট)	
	কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রাঃ	১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার)	
	পার্ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্পের আওতায়):	৩৩৩৭ জন।	

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
৫	**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট (**নির্মাণাধীন)		
	জমির পরিমানঃ	১৬২.৮৩ একর	
	অবস্থানঃ	কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	
		সিলেট শহরের কেন্দ্র থেকে ২২ কিঃমিঃ উত্তরে	
		ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে।	
	ঢাকা থেকে ভ্রমণ সময়ঃ	সড়ক পথে ৬ ঘন্টা; রেলপথে ৬ ঘন্টা; বিমানপথে ৩০ মিনিট	
	স্থাপনা (নির্মানাধীন):	৩ তলা প্রসাশনিক ভবন (৩১০৭৭ বর্গফুট)	
	কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রাঃ	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)	
	পার্ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
	ভাড়ার হার	প্রতি বর্গমিটার ভূমি ১.৫ মার্কিন ডলার প্রতি বছর;	

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
৬	**শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেটর সেন্টার, নাটোর**		
	জমির পরিমানঃ	১.২৩৯ একর	
	অবস্থানঃ	নাটোর সদর	
		নাটোর শহরের কেন্দ্র থেকে ০.৫ কিঃমিঃ	
	ঢাকা থেকে ভ্রমণ সময়ঃ	সড়ক পথে ৫ ঘন্টা; রেলপথে ৫ ঘন্টা;	
	বিদ্যমান স্থাপনাঃ	২ তলা ইনকিউবেশন ভবন (১০,০০০ বর্গফুট), প্রশিক্ষণ ভবন ২টি (১৪০০	

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
		বর্গফুট)	
	বর্তমান কর্মসংস্থানঃ	৭৯৯ জন।	
	পার্ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
	প্রশিক্ষণ (কর্মসূচীর আওতায়):	৪৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
৭	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (নির্মাণাধীন)		
	সিলেট (কোম্পানীগঞ্জ)	প্রতিটিতে ৬ তলা ভবন (৩৬,০০০ বর্গফুট) প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১৫,৫০০ জন (এসএসসি ও এইচএসসি সমমানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)। ১৮০০ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত।	
	নাটোর (সিংড়া)		
	নেত্রকোনা (সদর)		
	বরিশাল (সদর)		
	মাগুরা (সদর)		
	কুমিল্লা (লালমাই)		
	চট্টগ্রাম (সিটি কর্পোরেশন)		

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
৮	**জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক (১২ টি জেলায়)** (নির্মাণাধীন)		
	রংপুর (সদর)	প্রতিটিতে ৭ তলা মাল্টিট্যানেন্ট ভবন (১,০৫,০০০ বর্গফুট); ৩ তলা ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার ভবন (২১,০০০ বর্গফুট)। ৮টি তে ডরমিটরি ভবন (১৮০০০ বর্গফুট) কর্মসংস্থান লক্ষমাত্রাঃ ৬০,০০০ (ষাট হাজার) প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩০ হাজার জনকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ (AI, IOT, Machine Learning, Cyber security, Data Science) দেওয়া হবে।	
	নাটোর (সিংড়া)		
	খুলনা		
	বরিশাল (সদর)		
	ঢাকা (কেরানীগঞ্জ)		
	গোপালগঞ্জ (বশেমুরবিপ্রবি)		
	ময়মনসিংহ (সদর)		
	জামালপুর (সদর)		
	কুমিল্লা (সদর দক্ষিণ)		
	চট্টগ্রাম (সদর)		
	কক্সবাজার (রামু)		
	সিলেট (কোম্পানীগঞ্জ)		

ক্রমিক	পার্কের নাম ও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি		ছবি
৯	**আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, চুয়েট** (নির্মাণাধীন)		
	জমির পরিমানঃ	৪.৭০ একর	
	অবস্থানঃ	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)	
		চট্টগ্রাম রেল স্টেশন থেকে ২৭.১কিঃমিঃ	
		চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ২৯.৮ কিঃ মিঃ	
		হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৪২.৯ কিঃ মিঃ।	

	ঢাকা থেকে ভ্রমণ সময়ঃ	সড়ক পথে ৬ ঘন্টা; রেলপথে ৬ ঘন্টা; বিমানপথে ৩০ মিনিট	
	স্থাপনা নির্মাণাধীনঃ	১০ তলা ইনকিউবেশন ভবন (৫০,০০০ বর্গফুট), ৪ তলা ডরমিটরি ২টি (২×২০,০০০ বর্গফুট), ৬ তলা প্রশিক্ষণ ভবন (৩৬,০০০ বর্গফুট)	
	কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রাঃ	ইনোভেশন ও উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইকোসিস্টেম তৈরীকরণ	
	পার্ক উন্নয়নঃ	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
	ব্যবস্থাপনাঃ	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্পের আওতায়):	২০০ জন।	

মানবসম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার’ ও ‘কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) এর উন্নয়ন প্রকল্প’ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আইটি/আইটিইএস এর বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন: Internet of Things (IoT), Oracle Business Intelligence, Lean Six Sigma, Oracle e suit, PMP, Graphic Design, Web App Development, Digital Merketing, E-Commerce, Software Quality Assurance & Testing ইত্যাদি) ২৭৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৬৩১ জনের বিভিন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দক্ষতা বৃদ্ধিতে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দেশের ভিতরে বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠান যেমন, বিপিএটিসি, এনএপিডি, আরপিএটিসিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ইন-হাউস প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অর্জন:

১। ০৩টি পার্ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন:

- জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক।
- শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর ।
- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর

০২। আগামী অক্টোবর/২০১৯ এর মধ্যে নিম্নের ৩টি পার্কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।

- হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি) ।
- আইটি ইনকিউবেশন এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, রাজশাহী।
- আইটি ইনকিউবেশন এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, খুলনা।

০৩। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর:

- সামিট টেকনোপলিশ লিঃ এর ৬০ হাজার বর্গফুটের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবন সম্পন্ন।
- সামিট টেকনোপলিস লিঃ এর ১.৬৫ লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট সিগনেচার ভবনের ৭০% কাজ সম্পন্ন।
- যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোম্পানি ভাইব্রেন্ট সফটওয়্যার লিঃ এর নির্মাণাধীন ভবনের ৬০% কাজ সম্পন্ন।
- বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিঃ এর ২ লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট ০৮ তলা ভবনের ৮০% কাজ সম্পন্ন।
- বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিঃ এর অপর একটি ভবন এর নির্মাণ কাজ ২০% সম্পন্ন।
- বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ২৯টি দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি/স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানীসমূহ ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, পিসি ও বিভিন্ন একসেসরিজ তৈরী বা এ্যাসেম্বেলীং করবে।

০৪। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ:

- বাস্তবায়িত ০৩টি পার্ক ও বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি এবং ১৩টি বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে এ পর্যন্ত ৮০০০ এর অধিক কর্মসংস্থান হয়েছে।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন আইটি কোম্পানীতে ৪৪৭৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ১১ হাজার এর অধিক জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩১০০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান এবং আরও ৪৫ হাজার জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- আইটি কোম্পানির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেশনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

০৫। অন্যান্য অর্জন:

- ডাটা সফট নামীয় প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে উৎপাদিত water tank management system (IOT device) সৌদি আরবে রপ্তানি করেছে এবং বিজনেস অটোমেশন Kiosk machion সংযোজনপূর্বক দেশীয় বাজারে (হাসপাতাল ও ব্যাংক সেক্টরে) বিপণন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনার তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২। বিভাগীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরসহ বড় বড় শহরে হাইটেক পার্ক স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং একটি মডেল প্রস্তুতপূর্বক সকল জায়গায় একই মডেলের হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	আইসিটি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে- দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি' স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভাগীয় শহরসহ বড় বড় শহর যেমন, রাজশাহীতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক", ময়মনসিংহে আইটি পার্ক, জামালপুরে আইটি পার্ক, রংপুরে আইটি পার্ক, বরিশালে আইটি পার্ক, চট্টগ্রামে আইটি পার্ক, খুলনায় আইটি পার্ক, নাটোরে আইটি পার্ক, কুমিল্লায় আইটি পার্ক, কক্সবাজারে আইটি পার্ক এবং সিলেটে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি'স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। 'জেলা পর্যায়ে আইটি/ হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২ টি জেলায়) প্রকল্প' হতে একই মডেলের আইটি পার্ক এবং 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (৭ আইটি) স্থাপন' প্রকল্প হতে একই মডেলের ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে।
১৬। আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে হাই-টেক পার্ক স্থাপন করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে হাই-টেক পার্ক স্থাপন করতে হবে।	১৫.০৩.২০১৫	আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে- দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি' স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিভাগীয় পর্যায়েঃ** রাজশাহীতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী", ময়মনসিংহে আইটি পার্ক, রংপুরে আইটি পার্ক, বরিশালে আইটি পার্ক, চট্টগ্রামে আইটি পার্ক, খুলনায় আইটি পার্ক, সিলেটে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনার তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট' স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং **জেলা পর্যায়েঃ** জামালপুর সদরে আইটি পার্ক, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি পার্ক, কুমিল্লা সদর দক্ষিণে আইটি পার্ক, ঢাকার কেরানীগঞ্জে আইটি পার্ক, কক্সবাজারের রামুতে আইটি পার্ক, নাটোরের সিংড়ায় আইটি পার্ক স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যশোর সদরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, গত ১০-১২-১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্কটির উদ্বোধন করেন। পার্কটিতে বর্তমানে স্পেস বরাদ্দকৃত কোম্পানীর সংখ্যা ৪৮টি। ৭টি জেলায় "শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার" নামীয় ০৭টি আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৭। দেশের বিভিন্ন উপজেলায় সাব-জেলসমূহ অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। প্রয়োজনে উক্ত সাব-জেলসমূহের জায়গায় হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজী পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে।	১৫.০৩.২০১৫	নাটোর জেলার সদর উপজেলায় অব্যবহৃত সাব-জেলে "শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার" নামীয় একটি আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ৪৮০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৪৮০ জনের মধ্যে ১৬০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। গত ২২-০৯-২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ পার্কটি উদ্বোধন করেন। সেন্টারটিতে ৬টি আইটি কোম্পানী ব্যবসায় পরিচালনা করছে।
১২। কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের বিভিন্ন ব্লকে অতি দ্রুত অবকাঠামো তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর এ ২৩২ একর জমিতে একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১৫.০৩.২০১৫ ১৭.০৬.১৯৯৯ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ বোর্ডের ১২তম সভায়)	কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক এর বর্তমান নাম 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি', দেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক। প্রাথমিকভাবে এ পার্কের জন্য ২৩২ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। পরবর্তীতে সরকার আরো ৯৭ একর জমি পার্কের জন্য বরাদ্দ প্রদান করেছে। পিপিপি মডেলে বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ প্রাপ্ত ২৩২ একর জমিকে নিম্নরূপ ০৫ টি ব্লকে ভাগ করা হয়: ব্লক ১: ৬৫ একর — রেসিডেনসিয়াল, হোটেল, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সোসাল এমিনিটিস এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে; ব্লক ২: ৬২ একর — এমটিবি, কনভেনশন সেন্টার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া; ব্লক ৩: ৪০ একর — এমটিবি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া; ব্লক ৪: ৩৬ একর — এমটিবি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া; ব্লক ৫: ২৯ একর — ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া; বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ইতোমধ্যে ২টি ডেভেলপার নিয়োগ করা হয়েছে। ডেভেলাপারদ্বয় তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ব্লক নং ২,৩ ও ৫ এ অবকাঠামো নির্মাণ করছে এবং ১০টি (দশ) আইটি প্রতিষ্ঠানকে জমি/স্পেস বরাদ্দ করেছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির অতিরিক্ত প্রাপ্ত ৯৭ একর জমি মাষ্টার প্লান মোতাবেক ১৯টি বিনিয়োগকারী আইটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি (দুই) প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে এবং বাকি প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যক্রম শুরু করবে মর্মে জানিয়েছে।
দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে যশোরে একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের ঘোষণা দেন।	২৭.১২.২০১০ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যশোর সফরকালে)	যশোর জেলায় ১২.১৩ একর জমির উপর শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৮ টি আইটি কোম্পানীকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি কোম্পানী তাদের ব্যবসায়িক কাজ শুরু করেছে। গত ১০-১২-২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্কটি উদ্বোধন করেন।
দেশে সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়ন ও	৩.০৮. ২০১০	ঢাকার কারওয়ান বাজারস্থ 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে' ১০টি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনার তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
বিকাশের লক্ষ্যে কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে রূপান্তরের ঘোষণা দেন।	(ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের ১ম সভা)	Start-up কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ৪০টি Start-up কো-ওয়ার্কিং স্পেস ব্যবহার করছে। ১৪টি আইটি/আইটিইএস কোম্পানী ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
রাজশাহীতে একটি আইটি ভিলেজ স্থাপনের ঘোষণা দেন।	২৪.১১.২০১১ (রাজশাহী জেলার হাফেজিয়া মাদ্রাসা মাঠে বক্তব্য প্রদানের সময়)	রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নবীনগর মৌজায় ৩০.৬৭ একর জমিতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী' নামে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে মৌলিক অবকাঠামো যেমন-ভূমি উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং এমপিবি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৬,০০০ বর্গফুটের স্পেস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, অভ্যন্তরীন রাস্তা, গ্যাস সংযোগ লাইন, গেট ও ব্যারাক, বাউন্ডারি ওয়াল, ডিপটিউবওয়েল, সাব-ষ্টেশন ভবন, পানি সরবরাহের লাইন ও 33 KV HT লাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
গত ২৯/০৩/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঠাকুরগাঁও জেলা সফরকালে উক্ত জেলায় একটি আইটি পার্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।	২৯/০৩/২০১৮ তারিখ	ঠাকুরগাঁও জেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত জমিটি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ১৩/০৬/২০১৯ ইং তারিখে জেলা প্রশাসক ঠাকুরগাঁও কে পত্র দেয়া হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য **(০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)**

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ও নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	বর্তমান অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দের বিপরীতে শতকরা হার (%)	প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার তারিখ
	১	২	৩	৪	৫
	"কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক)- এর উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	৫০.০০ (পঞ্চাশ কোটি টাকা)	৪৫.০৫ ৯০.১০%		
	হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি)-এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মান শীর্ষক প্রকল্প	৭০.০০ (সত্তর কোটি টাকা মাত্র)	৬৯.৩১ ৭১.৪২%		
	"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাজশাহী হাই-টেক পার্ক (বরেন্দ্র সিলিকন সিটি) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	৬৩৯৭.(ছয় হাজার তিনশত সাতানব্বই কোটি টাকা)	৬৩৫৭.৩০ ৯৯.০০%		
	"শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার" শীর্ষক প্রকল্প	৬২.৬৮(বাষট্টি কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা)	৫৯.১০ ৮৪.৭৩%		
	জেলা পর্যায়ে আইটি/ হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২ টি জেলায়)	৪১৪৮.০০(চারশত হাজার একশত আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা)	৪২৬.৫৬ ১০.২৮%		
	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন প্রকল্প	৫.২২ (পাঁচ কোটি বাইশ লক্ষ)	৫.২০ ৯৯.৩০%		
	মোট	১০৭৩২.৯০			

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা **(০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)**

প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	(১) কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) এর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী আইটি ইনকিউবেশন ট্রেনিং সেন্টার এর বাউন্ডারী ওয়াল, লাইটিং, গেইট এবং ভবনের চার তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন; খুলনা হাই-টেক পার্কের বাউন্ডারী ওয়াল এবং গেইট নির্মাণ এবং পানি সরবরাহ লাইন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। (২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট এ জোন-১ এর ৭১ একর এবং জোন-২ এর ৪০ একর ভূমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। ৬.৫ একর অভ্যন্তরীন লেক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের চারপাশে ৪ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সিলেট শহর থেকে ২৫ কি.মি. পৃথক বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করা হয়েছে। আইটি বিজনেস সেন্টারের ৬০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। ৫৩ মিটার দীর্ঘ ব্রিজের নির্মাণ কাজ ৬০ ভাগ সমাপ্ত হয়েছে। (৩) রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নবীনগর মৌজায় ৩০.৬৭ একর জমিতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী' নামে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে মৌলিক অবকাঠামো যেমন-ভূমি উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং এমপিবি ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৬,০০০ বর্গফুটের স্পেস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৪) কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) এর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিইসি বিভাগ জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়; সিএসই বিভাগ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়; সিএসই বিভাগ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়; সিএসই বিভাগ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; সিএসই বিভাগ, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; এবং সিএসই বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এ বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। (৫) "চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন সম্পন্ন হয়েছে।

প্রণোদনা প্যাকেজ

হাই-টেক পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য ইতোমধ্যে ১৪ ধরণের প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত প্রণোদনাসমূহ উল্লেখযোগ্য:

- পার্ক ডেভেলপারের জন্য ১২ বছর পর্যন্ত পর্যায়ভিত্তিক ট্যাক্স মওকুফ;
- ইউটিলিটি সার্ভিসের উপর ভ্যাট মওকুফ;
- পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে লভ্যাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ;
- বৈদেশিক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আয়ের উপর ৩ বছরের আয়কর মওকুফ সুবিধা;
- লভ্যাংশ/মুনাফার উপর ৫০% পর্যন্ত কর অব্যাহতি;
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ১০০% মালিকানার সুযোগ;
- প্রত্যেকটি হাই-টেক পার্ক ওয়্যার হাউজ স্টেশন হিসেবে বিবেচিত হবে;
- মূলধনী যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ উপকরণের উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ;
- আইটি/আইটিইএস পণ্য রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ২০২৪ পর্যন্ত ট্যাক্স মওকুফ;
- যে কোনো জমি বা স্পেসেরে ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প শুল্ক ছাড়;
- বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর-এ ট্রেন স্টপেজ এর ব্যবস্থা;
- ১০ বছরের জন্য আয়কর মওকুফ (প্রথম ৭ বছরের জন্য ১০০%);

ওয়ান স্টপ সার্ভিস

হাই-টেক পার্কে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকল সেবা দ্রুত নিশ্চিতকরণের স্বার্থে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন এবং অনলাইনে সেবা প্রদানের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল (https://ossbhtpa.org/) তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪৮টি সেবা চিহ্নিত করা হয়েছে, তন্মধ্যে ০৭ টি সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সেবাসমূহ পোর্টালে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। অনলাইনে প্রদানকৃত সেবাসমূহ হচ্ছে :

১। প্রকল্প নিবন্ধন	২। প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স	৩। ভূমি বরাদ্দ
৪। স্থান বরাদ্দ	৫।ভিসা সুপারিশ	৬। ভিসা সহায়তা
৭। ওয়ার্ক পারমিট		

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (ISO Certified)

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অর্জন ও সাফল্য বিবেচনায় গত ২৫/০২/২০১৯ খ্রি: তারিখে আন্তর্জাতিক ISO 9001:2015 সার্টিফাইড হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সকল কাজে ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করছে বিধায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন পার্কে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১৮

উচ্চ প্রযুক্তিসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে অসামান্য অবদান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টকরণে অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে ২০১৮ সালে জাতীয় ডিজিটাল দিবসে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১৮ প্রদান করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব)-কে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১৮ প্রদান করছেন

আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট

(ক) আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের হাই-টেক পার্কগুলোতে বিনিয়োগসহ আইসিটি খাতে যৌথভাবে কাজ করবে ভারত। গত ১৯ জুন ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভায় ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীমতী রীভা গাঙ্গুলি দাশ একথা বলেন।

মতবিনিময় সভা শেষে ভারতীয় হাই-কমিশনারকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

(খ) বাংলাদেশের আইটি সেবা ও পণ্যসমূহ বিশ্ববাজারে সম্প্রসারণ, আইটি সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, জাপান ও বাংলাদেশি আইটি কোম্পানিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ আরো কিছু ইস্যুতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও ফুজিৎসু রিসার্চ ইন্সটিটিউট একযোগে কাজ করবে। গত ১৭ জুন, ২০১৯ তারিখ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই মর্মে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) জনাব হোসনে আরা বেগম এনডিসি এবং জাপান ফুজিৎসু রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর প্রেসিডেন্ট এবং রিপ্রেজেন্টেটিভ ডাইরেক্টর মি. শিনজো কাগাওয়া

(গ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে গত ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে আইসিটি টাওয়ারের অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রাজধানীর আগারগাঁও-এ আইসিটি বিভাগের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন মননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

(ঘ) গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে সম্প্রতি দেশি-বিদেশি ১৮ টি কোম্পানি প্রায় ৩২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ইতোমধ্যে ওই কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করে তাদের প্লট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে জমি বরাদ্দের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

(ঙ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত হবে 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইটি পার্ক'। গত ২২ মে, ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে এই মর্মে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। এই সমঝোতার আওতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১০০ একর জমি আইটি পার্ক স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান